কুয়েত প্রবাসী সেলিম রেজার কবিতা

(১)

লালসা সিক্ত চোখে সম্ভোগের নেশা

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখোন নিখুঁতভাবে
রক্তবর্ণেও আঠালো লিপিস্টিকের
গাঢ় পোচ এঁকে দাও ঠোট জোড়ায়;
দূওে দাঁড়িয়ে আড়চোখে দেখি
যৌবনের অদম্য দীপ্তি খেলা করে।

বেলা অবেলায় শুনি নদীর উদ্দাম গর্জন
লালসা সিক্ত চোখে মোহনীয় হাসি
উন্মুক্ত গা-গতওে সম্ভোগের নেশা..
খোলা উদ্যান জুড়ে আকাশের স্বপ্ন পথ;
চিরকূটে ভুলে যাওয়ার আগাম বার্তা
অরণ্যে সেগুন আর শিরীষের জঞ্জালের মতো
অবিশ্বাসের ডালপালা ছড়িয়ে অবাধ বিচরণ।

(২)

চৌহদ্দি ছেড়ে নিঃসীম অন্ধকারে

পেরেক ঝুলানো দেওয়ালে কম দামী আয়নায়
মুখের ভাঁজগুলো হঠাৎ নজওে পড়ে;
উসখুস মনের আকাশে লালচে আভাটাও যেন
হালকা ধোঁয়া, জলের দাগে ঝাপসা আয়নার কাঁচ
ভাবলেশহীন মন ক্লান্ত সময়ের চৌহদ্দি ছেড়ে
পাড়ি দিয়েছে তেপান্তর পেরিয়ে, দুর দুরান্তে
থোকা থোকা অন্ধকারে ঝিঁঝি পোকার ডাকডড
বড্ড ফ্যাকাশে নৈসর্গ যেন নিথর-নিস্কম্প
কাঠ ঠোকরা পাখির মতো গর্ত খুড়ে বিষাদ
খোলা আকাশের নিচে রাত্রি কাটে নিঃসীম অন্ধকারে
চাওয়া পাওয়ার হিসেব নিকেষ ভুলে
ঝড় ঝাপটায় স্বর্ণালী মনজিল;
যেন পাথর চাপা আগুনের গোলা।

(৩)

প্রান্তবাসী

হঠাৎ একদিন খাঁ খাঁ রোদ্দুরে
পান্থপথে হলো দেখা
সেদিনের মতো আজো
ঠাঁয় দাঁড়িয়ে..
আত্মবিশ্বাসী এক যুবক
আঁকা বাঁকা সুদীর্ঘ পথে যেন
নির্বিকার উদ্বেগহীন এক প্রান্তবাসী।